মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd October, 2018

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে ...

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

October, 2018 Volume-IV, Issue-VIII 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

শারদীয়া অভিনন্দন

সুমধ্যমার সকল পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকার তরফ থেকে রইল শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অগ্রিম অভিনন্দন। সম্পাদক

শারদীয়া ক্রোড়পত্র সহ এবারের 'সুমধ্যমা' ১০ পাতার।

ধর্মের ব্যঞ্জনায় শত্রু নিধনের অনন্য প্রয়াস

লেকটাউন বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মঞ্চে 'আজকের নন্দোৎসব'-এর কলাকুশলীরা।
ছবি : আশীষ সাহা।

নিজস্ব প্রতিনিধি-জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব। এই ধর্মীয় আচারের প্রেক্ষাপটে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও থ্যালাসেমিয়া রোধে শহর জুড়ে একটা নিবিড় প্রচার যে সংঘটিত করা যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ৩ সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে 'আমাদের নন্দোৎসব' —হোক মারণমুক্ত সমাজ। এই আঙ্গিকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধনেই জনগণের বিপুল সাড়া পেয়েছে। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানের শেষে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন কাঁকুড়গাছির মিতালি, লেকটাউনের বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, কুমোরটুলি সার্বজনীন, বাগবাজার পল্লীপুজো প্রদর্শনী এবং অর্ঘ্য সার্বজনীন দুর্গোৎসব সঙ্গে উত্তর কলিকাতা পল্লীমঙ্গল সমিতিতে বিপুল সমারোহের সঙ্গে 'আজকের নন্দোৎসব' পালন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মঞ্চে নন্দোৎসব নাটকটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে শেষার্ধে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও থ্যালাসেমিয়া রোধে নিবিড় প্রচারকে নাটকের অন্তিম আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জনতা জনার্দন।

শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ। আজকের নন্দোৎসবের প্রতিটি মঞ্চেই মূল অনুষ্ঠানটি ছিল এক এবং অভিন্ন। নন্দোৎসব নাটকটির অভিনয়ে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অপূর্ব রায়, রিজু বিশ্বাস, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, রামকৃষ্ণ বসাক, মন্দিরা পাত্র, পারমিতা পাত্র, শ্রীপর্ণা দাস, ঋতুপর্ণা দাস, সায়নী মণ্ডল, দিম্পা মণ্ডল, রিবেকা যাদব ও অন্যান্যরা। ভাষ্যপাঠে শোভন চক্রবর্তী, আলোকনা সিকদার, বিক্রমজিত রায়। আবহ সংগীতে সহায়তা করেছেন অমিত হালদার, সন্দীপ মিল। নাটকটির রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। লেকটাউনে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজু, অঙ্কিত সিং, মিহির মুখার্জি, অলোক ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ। কুমোরটুলি সার্বজনীনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নান্টু মণ্ডল, জয়ন্ত সাহা, গৌতম সেন, সমীর ব্যানার্জিসহ আরও অনেকে। বাগবাজার পল্লীপুজো ও প্রদর্শনীর মঞ্চে ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি অশোক ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি অমল শীল,

এরপর ২-এর পাতায়

তেভাগার উৎসে স্বাস্থ্যশিবিরে ব্যাপক সাড়া

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং বনদপ্তরের সহায়তায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভগবৎপুরে উত্তর চন্দনপিড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে চলছে নিখরচায় স্বাস্থ্যশিবির।
নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুন্দরবনের এক অজ গ্রাম থেকেই তেভাগা আন্দোলনের শুরু। সেই গ্রামের পাশেই চন্দনপিড়িতে নিখরচায় স্বাস্থ্যশিবির করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে চিকিৎসা করাতে এসে নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলেন কিছু অশীতিপর বয়োজ্যেষ্ঠরা। ইতিহাসের সালতামামির সেই সাথ নিতে ভোলেননি স্বাস্থ্য শিবিরের সদস্যরা। রাজ্য সরকারের বন দফতরের অধীন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর সৌজন্যে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভগবৎপুরে উত্তর চন্দনপিড়িতে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবির এবং নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবিরে এলাকার প্রায় দেড়শ জন মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নিখরচায় ওষুধ দিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এছাড়া প্রায় ৪০ জন কিশোর কিশোরীর থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডাঃ অধ্যাপক ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য, ডাঃ চন্দ্রকান্ত কুকরি, শুভেন্দু ঘোষ, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সুনীল সামন্ত, শংকর চৌধুরী, অমিয় পাত্র এবং অনুপম রায়। সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সৌজন্যে এই নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন চারটি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করল।

কাশীহর লেন অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মঞ্চে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক তাপস রায় থ্যালাসেমিয়া রোধে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের লড়াইকে উৎসাহ দিতে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সদস্য কল্প রায় ও আশীষ সাহার হাতে।

বাতিল ৩৭৭

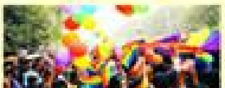

নয়াদিল্লি-সুপ্রিমকোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায়। সমকামিতা আর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিল হয়ে গেল।

আধার নিয়ে

নয়াদিল্লি-কোন বেসরকারি সংস্থা আধার নম্বর চাইতে পারবে না। আধার তথ্য চুরি হলে যে কেউ এখন অভিযোগ জানাতে পারবেন। আধার নিয়ে এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

৪৯৮-এ

নয়াদিল্লি-ভারতীয় দণ্ডবিধির জামিন অযোগ্য ধারা ৪৯৮-এ তে অভিযোগ এলে পুলিশ তখনই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। পুলিশের হাতেই এই ক্ষমতা তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সুদ বাড়ল স্বল্প সঞ্চয়ে

নয়াদিল্লি-যাবতীয় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার ০.৩ থেকে ০.৪ শতাংশে বাড়াল কেন্দ্র। পি পিএফে সুদের হার ৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৮ শতাংশ।

ইউজিসি-র ফরমান

নয়াদিল্লি-দেশাত্মবোধ জাগাতে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দিবস পালন করা হল।

কেন্দ্রের নির্দেশ

নয়াদিল্লি-চিহ্নিত বিদেশিদের সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে অন্তরীণ শিবিরে রাখার জন্য তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিকা তৈরি করছে।

মাঝের হাট ব্রিজ ভাঙল

নিজস্ব প্রতিনিধি-৪ সেপ্টেম্বর মাঝের হাট ব্রিজের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনজন। আহত ৩১। কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় বিকল্প পথ তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। পুজোর আগেই শহরের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের যোগাযোগ ছন্দে ফিরবে।

মার্কেট ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি- নন্দরাম মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডের এক দশক পরে ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাগরি মার্কেট। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।

ফ্লু, ডেঙ্গুর প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে ডেঙ্গির সাথে সাথে বাড়ছে সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্তের সংখ্যা। এই প্রকোপ কমাতে রাজ্য সরকার ও পুরসভা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জমজমাট পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের দশ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। শহর ও জেলা মিলিয়ে মোট ২৮ হাজার সর্বজনীন পুজো হয়। খরচ হবে ২৮ কোটি টাকা।

নিষিদ্ধ ২০ চাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি- অতিরিক্ত ওজনের ভার সইতে পারছে না রাজ্যের অনেক রাস্তা এবং ব্রিজ। ফলে রাজ্যে ২০ চাকা বা তার বেশি চাকার ট্রাকের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রেহাই যৎকিঞ্চিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপে রাখতে জ্বালানি তেলের বিক্রয় করের ওপর লিটার পিছু এক টাকা কর ছাড় দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানে - ওখানে

নজরুল স্মরণ

কবিতা পাঠে সঞ্জীবআচার্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা অগ্নিবীণা-র উদ্যোগে ৩০ আগস্ট ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে নজরুল স্মরণ ২০১৮ সন্ধ্যা সাড়ম্বরে পালিত হল। নজরুলের গান, কবিকে নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা এবং কবিতার মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাধনপাণ্ডে পুর-কমিশনার খলিল আহমেদ, নজরুল বিশেষজ্ঞ বাঁধন সেনগুপ্ত, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, সংগঠনের সভাপতি জয়দেব চক্রবর্তী এবং অনুষ্ঠানের মুখ্য সঞ্চালক তাপস মুখোপাধ্যায় সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে নজরুলের কবিতা পাঠ করেন সঞ্জীব আচার্য।

ফ্রিডম ক্লাবে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-মুচিবাজারে হাতফুল ফ্রিডম ক্লাবের উদ্যোগে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সৌজন্যে ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বিপদ ও তাঁর হাত

সচেতনতা শিবির শেষে ক্লাবের সদস্যদের হাতে সংগঠনের প্রশস্তিকা তুলে দিচ্ছেন সদস্যরা

থেকে মুক্তির বিষয় নিয়ে এবং থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। সচেতনতা শিবির করার উদ্যোগটি নেন অশোক কুমার পোদ্দার। ফ্রিডম ক্লাবের সভাপতি বাপ্পা দে, সম্পাদক গৌতম রায় সহ অন্যান্যরা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা

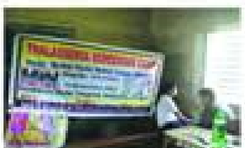

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা চলছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলি জেলার রহিমপুর নবগ্রাম হাইস্কুলের সেপ্টেম্বর বোড়বল পরশ সমাজ কল্যাণ সংঘের সৌজন্যে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল নিখরচায় থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। এই বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবিরে বিদ্যালয়ের ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রী তাদের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ দেন। পরশ সমাজকল্যাণ সংঘের পক্ষে প্রীতেশ ঘোষের এই উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

নেতাজি তরুণ সংঘের রক্তদান শিবির

সঞ্জীব আচার্যকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৃন্দাবন বোস লেনে নেতাজি তরুণ সংঘের উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উৎসবে স্থানীয় মানুষেরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উৎসবের শুরুতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট গুণীজন। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা মোহনকুমার গুপ্ত।

অরোরা-র রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-বরাহনগর অরোরা-র স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব হয়ে গেল ৯ সেপ্টেম্বর। এলাকার প্রচুর মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পুরস্কার প্রদান করছেন সঞ্জীব আচার্য।

এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, স্থানীয় পুরপিতা অমর পাল, অরোরা-র সম্পাদক গোপাল মুখার্জি, যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ দত্ত সহ ক্লাবের বহু সদস্য। উৎসবে থ্যালাসেমিয়া রোধে সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সঞ্জীব আচার্য।

সাইব্রত ও প্রত্যুষার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি- সাইব্রত-এর উদ্যোগে ২৫ আগস্ট এবং টালা প্রত্যুষার উদ্যোগে ২৬ আগস্ট রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই দুটি অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যগণ। এই জোড়া রাখীবন্ধন উৎসবে যথাক্রমে আলোকনা সিকদার ও ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জির উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সৌজন্যে দমদম ভারতচক্র ক্লাবে চলছে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। নিজস্ব চিত্র

স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কারবালা ট্যাঙ্ক স্পোর্টিং ক্লাব-এর উদ্যোগ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন-এর সহায়তায় ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। শিবিরে বক্তব্য ও কুইজ পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা।

বই খাতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্টের উদ্যোগে ২৫ আগস্ট বিগত বছরগুলির মতো এবারও এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় বই খাতা দেওয়া হল।

সংযোজনের রক্তদান কর্মসূচী

সংযোজনের মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কুমোরটুলির সংযোজনের উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর রক্তদান উৎসব পালিত হল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। রক্তদানের সাথে সাথে থ্যালাসেমিয়া রোধে সকলকে এগিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। সংযোজনের সভাপতি শংকর চৌধুরী সহ অন্যান্য সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত অধ্যক্ষ, শিক্ষকগণ, ছাত্ররা এবং সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে কুড়ি সেপ্টেম্বর বাগবাজারে হরনাথ হাইস্কুলে হয়ে গেল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা এবং থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন তিনি। কুইজে অংশগ্রহণকারী সফল উত্তরদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সৌমেন্দ্র মোদক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

ধর্মের ব্যঞ্জনায় শত্রু নিধনের অনন্য প্রয়াস

শ্রীকৃষ্ণগাথার মিছিলটিতে নন্দোৎসবের একটি মুহূর্ত

প্রথম পাতার পর

যুগ্ম সম্পাদক রথীন চ্যাটার্জি ও তামসী দত্ত মিত্র সহ আরও অনেকে। এদিনের শেষ অনুষ্ঠানটি হয় অর্ঘ্য সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও উত্তর কলকাতার পল্লীমঙ্গল সমিতির সহায়তায়। এখানে এলাকার পুরপিতা মোহন গুপ্ত এই অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তিনি জানান, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু নিধনে তাঁর ওয়ার্ডে এই ধরনের অনুষ্ঠান যাতে আরও বেশি করে করা যায়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখে উপস্থিত দর্শকেরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পল্লীমঙ্গল সমিতির সভাপতি গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জি, অর্ঘ্যের তরফে বিশ্বনাথ ভাণ্ডারী, গৌতম শেঠ, শঙ্কর সাহা এবং এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

মামা কংসের রোষানল থেকে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে বাঁচাতে বসুদেব কংসের কারাগারেই দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠের ব্যবস্থা করলেন। জন্মের অব্যবহিত পরেই বন্ধু নন্দের হাতে শিশুপুত্র কৃষ্ণকে অর্পণ করলেন বসুদেব। আর নন্দরাজ কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে গেলেন। সেই কৃষ্ণই সমাজের অনাচারীদের শিক্ষা দিয়ে সমাজ কলুষমুক্ত করেছিলেন। আর 'আজকের নন্দোৎসব' সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন পালন করেছে শত্রুরূপী মারণব্যাধি ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও থ্যালাসেমিয়াকে রোধ করার লক্ষ্যে এবং মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে।

জ্বলন্ত জাদুঘর

রিও ডি জেনেরিও-ব্রাজিলে আগুনে ছাই হয়ে গেল ব্রাজিলের ঐতিহাসিক যাদুঘরটি। এখানে দু'কোটিরও বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষিত ছিল। যাদুঘরটির বয়স ২০০ বছরেরও বেশি। ২ সেপ্টেম্বর রাতে যাদুঘরে আগুন লাগে। সরকারের তরফ থেকে আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে বিশদ তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্রাজিলের ইতিহাসবিদরা ঘটনাটি নিয়ে তীব্র উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

জাপানে ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

ভূমিকম্পে জাপানের রাস্তায় ফাটল

হোক্কাইডো-জাপানের ভূমিকম্পে এপর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। ৬ সেপ্টেম্বর ভোররাতে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল জাপান। প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে জানিয়েছেন, কমপক্ষে ৫৩ লক্ষ মানুষ বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছেন। খোঁজ নেই ২৬ জনের। এই ভূমিকম্পে হোক্কাইডোর বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাটের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভূমিকম্প প্রবণ জাপান এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা করবার জন্য সরকারি তরফে সর্বাধিক চেষ্টা জারি রেখেছে।

নতুন প্রেসিডেন্ট

ইসলামাবাদ-পাকিস্তানে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন আরিফ আলভি। পেশায় দন্ত চিকিৎসক আলভি ইমরান খানের দল পিটি আই-এর টিকিটেই জিতেছিলেন আরিফ। ৯ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ভবনে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মিয়াঁ সাকিব নিসার।

সাগর পারের

টুকিটাকি

প্রার্থীর ওপর হামলা

রিও দে জেনেইরো-ব্রাজিলে ভোট প্রচারে নেমে আক্রান্ত হলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী উগ্র দক্ষিণপন্থী দলের নেতা জাইর বলসোনারো। এ যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। বল সোনারোর এই নির্বাচনে জেতার আশা খুবই ক্ষীণ ছিল কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হামলা ভোটের লড়াইতে অনেকটা এগিয়ে দিল বলসোনারোকে। হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পদ্মার ভাঙনে বিপন্ন বাংলাদেশ

পদ্মার ভাঙন

ঢাকা-বর্ষা চলছে। তার ওপর চিন থেকে নেমে আসা জলের তোড়। বাংলাদেশে পদ্মার ভাঙন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। চার হাজারেরও বেশি পরিবার গৃহহীন। ভাঙন শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে থেকে। শরিয়তপুর, রাজবাড়ি ও গোয়ালন্দে ভাঙনের প্রভাব বেশি। হাজার হাজার একর জমি পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শরিয়তপুরে একটি পুরো ওয়ার্ড নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। ভাঙন রুখতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। ত্রাণের অভাব রয়েছে। বিপন্ন মানুষ আরও ত্রাণ চাইছেন।

চালাকি কিমের

উঃ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে কুচকাওয়াজে সেনাবাহিনী

পিয়ংইয়ং-স্বাধীনতার ৭০ বছরে ৯ অক্টোবর উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াংয়ে বড়সড় কুচকাওয়াজ করল দেশের সেনারা। এতে ট্যাঙ্ক, কামান, রকেটের লঞ্চার সবই ছিল। একমাত্র দেখা মেলেনি কিম জং উনের গর্ব আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে সম্পূর্ণ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে রাজি হয়েছিলেন কিম। সেদিক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াই উত্তর কোরিয়ার এই কুচকাওয়াজকে যথেষ্ট ইতিবাচক বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। তাদের কথায়, 'কথা রাখলেন কিম'।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯১৩০১৭৩৫৩০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ 'মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস' অসুখের ওপর আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার এক আত্মীয়ের এই রোগ আছে।

চন্দ্রিমা পাল, বালিগঞ্জ

উঃ এটি (Multiple Scler osis) স্নায়ুতন্ত্রের একটি অসুখ। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) মায়েলিন (Myelin) নামক আবরণ ক্ষয়ে হয়ে যায়, ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ (Autoimmune Disease) যেখানে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, Demy elination, Glosis এবং স্নায়ুর ক্ষতি (Neuronal Loss) হয়। এই অসুখের প্রকোপ খুব কম থেকে অনেক বেশি পর্যন্ত হতে পারে।

মহিলাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে এই রোগ শুরু হয়। Risk Factor গুলি হল ভিটামিন-ডি এর অভাব। Epstein Barr Virus ইনফেকশন, সিগারেট স্মোকিং প্রভৃতি। বংশগতভাবেরও গুরুত্ব আছে।

উপসর্গ ঃ এই রোগ হঠাৎ করে বা ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে। উপসর্গ খুবই সামান্য বা বেশী রকমের হতে পারে। হাত পায়ের জোর কমে যেতে পারে। দুর্বলতা, কাজের গতি কমে যাওয়া, চলায় অসুবিধা প্রভৃতি হয়। হাত পা শক্ত হয়ে যেতে পারে (Spasticity)।

Optic Neuritis এই অসুখের একটি বিশেষ সমস্যা। চোখের দৃষ্টি কমে যেতে পারে, বা দেখায় অসুবিধা হতে পারে। এইসব উপসর্গ অল্প বা বেশিমাত্রায় হতে পারে। সাধারণত এক চোখেই হয়, তবে দুই চোখেও হতে পারে। চোখের চারপাশে যন্ত্রণা হতে পারে। দুটো জিনিস দেখা (Diplopia), চোখের মণি কাঁপা (Nystagtimus) প্রভৃতিও হতে পারে।

এছাড়াও হতে পারে ঝিনঝিন করা, জ্বালাভাব, সূঁচ ফোটার মত অনুভূতি (Paresthesias) প্রভৃতি। শূন্য ভাব হতে পারে এবং শরীরের যে কোনো জায়গায় ব্যথা হতে পারে।

মাথা ও শরীর কাঁপতে পারে এবং গলার স্বর বদলে যেতে পারে (Ataxia)। মূত্রথলির কাজের সমস্যা (Bladder Dysfunction), কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation), স্মৃতিশক্তি হ্রাস, বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া, বিষাদ (Depression), অবসাদ (Fatigue), মাথা ঘোরা, কানের সমস্যা, মুখের দুর্বলতা (Facial Weakness) প্রভৃতি হতে পারে।

গরম থেকে এই রোগের উপসর্গগুলি বাড়তে পারে। যেমন গরম জলে স্নান করলে, জ্বর হলে, বা ব্যায়াম করলে (Heat Sensitivity)

পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ এম আর আই স্ক্যান (Magnetic Resonance Imaging) এই পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রোগের নির্ণয়ে। Plaque Lesion হল এই রোগের বিশেষত্ব। Blank Holes ও দেখা যায়।

নতুন প্রযুক্তি, যেমন MTR (Magnetization Transfer Ratio), MRSI (Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging) প্রভৃতিও বেশ কাজের।

Evoked Potentials (EP)— এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন স্নায়ুর কাজ ও অস্বাভাবিকতা বোঝা যায়।

স্নায়ুরস পরীক্ষা (CSF বা Cerebrospinal Fluid) বেশি মাত্রায় ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobin) থাকে এবং Mononuclear Cell Plbo cytosis দেখা যায়।

রোগ নির্ণয় ঃ উপসর্গ, শারীরিক পরীক্ষা এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সাহায্যে রোগনির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) রোগের বেশি প্রকোপ অবস্থায় (Acute Attack) গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং তারপর খাবার ওষুধ দেওয়া হয় (Prednisone)

যাদের উপসর্গ গ্লুকোকর্টিকয়েড দিয়ে কম হয় না। তাদের প্লাজমা এক্সচেঞ্জ (Plasma Exchange) দিলে ভালো কাজ হয়। (২) Disease Modifying Agent দিয়ে চিকিৎসা যেমন, Inteferon 3-1b, Inter fecton 3-1b, Glat 1Ramer Acetate Natali cumab, Fingolimod, Dimethyl, Fumarate, Teriflunomide, Mitox awtrone, Alem tucumar।

এইসব ওষুধ প্রাথমিক উপসর্গ কমাতে, বা রোগের অগ্রগতি কমাতে সাহায্য করে। তবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রাখতে হবে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এগুলি ভালোই কাজ করে।

Acathloprime, Metho trexate, Cyclop hosphamide, প্রভৃতি ব্যবহার করলে অনেকসময় ভালো কাজ হয় বলে দেখা গেছে।

(৩) উপসর্গ-ভিত্তিক চিকিৎসা (Symptomatic Therapy) স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে। রোগ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি (Positive Outlook) রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, এবং শারীরিক ব্যায়াম যা সহ্য হয় (যেমন সাঁতার-জলে শরীর ঠান্ডা করার জন্য উপসর্গের উন্নতি হয়) করতে হবে। ভিটামিন ডি-এর অভাব পূর্ণ করতে হবে। Long Chain Omega-3 Unsat urated Fatty Acid, যা স্যালমনের মত মাছে আছে। খাবারের সঙ্গে দিলে ভালো হয়।

Ataxia বা Tremor থাকলে Clonazepam, Primidone, Propawolol, Ondansetron প্রভৃতিতে কাজ হতে পারে। Thalamotomy ও Deep Brain Stimulation চেষ্টা করা হয়েছে।

Spasticity থাকলে ফিজিও থেরাপি, নিয়মিত ব্যায়াম, স্ট্রেচিং প্রভৃতিতে উপকার হয়। Baclofen, Diazepam, Dan trolene, Cyclobe nzaprime প্রভৃতি ওষুধে কাজ হতে পারে। দুর্বলতায় কখনও 4-Amino pyridine দিলে কাজ হয়। ব্যথায় Carba mazedine, Phenytoin, Gabapentin, Amitryptiline, Mexiletine প্রভৃতি কাজে দেয়।

Bladder Dysfunctrion হলে Propantheline Bro mide, Oxybutinin, Hyosc yamine Sulfate, Tolterodine Tartrate প্রভৃতি কাজে লাগতে পারে। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

Constipation হলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার ও বেশি জল দিতে হবে। Laxative ব্যবহার করা যেতে পারে। Depression এর চিকিৎসা করতে হবে। Cognitive Dysfunction এর জন্য Donepazil Hydrochloride ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

রূপক রূঢ় বাস্তবে

মহাভারতে জতুগৃহের কথা সকলের অবিদিত। কিন্তু সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনও শোনা যায় নি। মহাভারতের এই কাণ্ডটিকে আমরা সাহিত্যে, লেখনিতে রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। মহাকাব্যের অনেক ঘটনাকেই আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে রূপক হিসেবে ব্যবহার করি। এসবের পরবর্তী সংস্করণ হয় না। ইদানীং একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কলকাতা মহানগরে যেভাবে বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে, তাতে 'জতুগৃহ' নামে রূপকটি আর ব্যবহার করা যাবে কি? এর থেকে ভাল হয় নিখাদ সাহিত্যের কিছু চালু কথাকে তুলনা হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।' একথা সত্যি চোর পালানোর আগে কখনই কারোর চৈতন্যোদয় হয় না। বাগরি মার্কেটে আগুন লাগার পরবর্তী সময়ে নানাবিধ ঘটনা জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে। যেমন হয়েছিল নন্দরাম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের পর। কতরকমভাবে সেখানে বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এসব নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। অবশ্য এসব চর্চা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত। প্রশ্ন থেকেই যায়, এতদিন কেন এসব ঘটনা বা তথ্য সামনে আসেনি। এ ব্যাপারেও একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ বড়বাজার চত্বরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন নয়। নন্দরাম মার্কেটের ঘটনার পর থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে না হোক কিঞ্চিৎ প্রয়োগ করা হয়েছে—একথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। বাগরি মার্কেটের ভেতরের ত্রুটিগুলির প্রতি সুবিচার করা হলে, তাহলে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হতো না।

একইসঙ্গে বলা যেতে পারে, এত বড় বিপর্যয়ের পর দমকল এবং বিভিন্ন দফতর যেভাবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। এই বাগরির আগুন অনন্তকাল ধরে জ্বলবে না। একদিন তা নিভে যাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসন যথাবিহিত তৎপর না হলে এই আগুন রূপকার্থে জ্বলতেই থাকবে। নন্দরাম মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড এবং পরে বাগরির অগ্নিকাণ্ড সকলকে তৎপর হতে ভাবাবে, এই আশা করা যেতেই পারে। মানসিকতার ক্ষয়ক্ষতিকে আরও ক্ষুরধার ও বেগবান না করলে আগামী দিন আরও ভয়ংকরের পূর্বাভাষ দিচ্ছে। যেদিন শহরের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার এলাকা এই বাহ্য পরিবেশ থেকে নির্বাণলাভ করবে, সেদিন 'রূপক' অর্থের আগুনটি, যা মনের ভেতরে ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল, তাও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হবে। অন্যথায় কম্পিত চিত্তে আরেকটি অগ্নিকাণ্ডের প্রতীক্ষা নিয়েই সময় কাটবে একদিন প্রতিদিন।

প্রবৃত্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু মহাত্মাগণ ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সর্বনিম্ন স্তরে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাঁহাদের স্বভাব। সুতরাং, আমরা দেখিতেছি, যে ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য নিজস্বার্থ বিসর্জন করেন, তিনি সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিম্নলিখিত সংস্কৃত শব্দ দুইটি লইয়া বিচার করুন। একটী—'প্রবৃত্তি', অর্থ, সেইদিকে বর্তিত হওয়া অর্থাৎ ঘুরিয়া যাওয়া আর একটি 'নিবৃত্তি'—তথা হইতে বর্তিত হওয়া অর্থাৎ ঘুরিয়া আসা। 'সেইদিকে বর্তিত হওয়া'—অর্থাৎ যাহাকে আমরা সংসার বলি, এই 'আমি আমার'; এই 'আমি' কে টাকা কড়ি, ক্ষমতা নাম যশ দ্বারা সর্বদাই বাড়াইবার চেষ্টা—যাহা পাওয়া যায়, তাহাই ধরা—গ্রহণ করা—সর্বদাই সব জিনিষই এই 'আমি'-রূপ কেন্দ্রের দিকে জড় করা ইহাই প্রবৃত্তি—ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব, চারিদিক হইতে প্রত্যেক জিনিস লওয়া এবং এক কেন্দ্রের চতুর্দিকে জড় করা। সেই কেন্দ্র তাঁহার নিজের মধুর 'আমি'। যখন ইহা ভাঙিতে থাকে, যখন নিবৃত্তির (সেই দিক্ হইতে চলিয়া যাওয়ার) উদয় হয়, তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্ত' উভয়ই কার্য; একটী অসৎ, অপরটী সৎ। এই নিবৃত্তিই সমুদয় নীতি এবং সমুদয় ধর্মের ভিত্তি।

থুকিডিডিস – সুখের চাবিকাঠি হল স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার চাবিকাঠি সাহস।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র – এসো মুক্ত তিমির জ্যোতিপূর্ণ আকাশে
মৃত্যু আঘাত করি চূর্ণ
এসো প্রাণের আধার করি পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত।

মাসতামামি

১ অক্টোবর — ভারতে ডাকটিকিট চালু ১৮৫৪।
গণপ্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে চিনের ঘোষণা ১৯৪৯।
সুরকার শচীন দেব বর্মনের জন্ম ১৯০৬।

২ অক্টোবর — কলকাতায় জিপিও চালু ১৮৫৮।
মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ১৮৬৯।
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯।

৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকৃতি দিবস।
নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭।
ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫।

৪ অক্টোবর — পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করল রাশিয়া ১৯৫৭।
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৯০১।

৫ অক্টোবর — বিধ্বংসী ঝড়ে কলকাতায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪।

৬ অক্টোবর — বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩।
চীনের প্রেসিডেন্ট হলেন চিয়াং কাইশেক ১৯২৮।
ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি চালু ১৮৬০।

৭ অক্টোবর — আফগানিস্তান আক্রমণ করল আমেরিকা ২০০১।
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে জার্মানির আত্মপ্রকাশ ১৯৪৯।

৮ অক্টোবর — গান্ধীজির নেতৃত্বে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ১৯১৯।
রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৩২।

৯ অক্টোবর — চে গুয়েভারাকে হত্যা ১৯৬৭।
ভারতে আন্তর্জাতিক টেলিফোন পরিষেবা চালু ১৯৭৬।
বম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে ইউরেনিয়াম উৎপাদন শুরু ১৯৭০।

১০ অক্টোবর — রবার্ট ক্লাইভের কলকাতা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ থেকে অভিযান শুরু ১৭৫৬।
যুগ্মভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার (২০১৪) পেলেন কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই।

১১ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্ম ১৯০২।
ইন্দো-আমেরিকা পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত ২০০৮।
ভূমিকম্পে ও ঝড়ে কলকাতায় তিন লাখ মানুষের মৃত্যু ১৭৩৭।

১২ অক্টোবর — আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২।
গায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪।

১৩ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ ১৯১১।
স্টার থিয়েটার পুনরায় চালু হল ২০০৪।
গায়ক কিশোর কুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭।

১৪ অক্টোবর — সম্পত্তি কর আইন চালু ১৯৫৩।
নোবেল পুরস্কার পেলেন অমর্ত্য সেন ১৯৯৮।

১৫ অক্টোবর — প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করল চিন ১৯৬৪।

১৬ অক্টোবর — চিনে লং মার্চ শুরু ১৯৩৪।
মেডিসিনে নোবেল পেলেন হরগোবিন্দ খুরানা ১৯৬৮।

১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক দারিদ্রতা দিবস।
বাউল লালন ফকিরের জন্ম ১৭৭২।
খিলাফৎ দিবস ১৯১৯।

১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভ্যর্থনা ১৯৯০।
প্যারিস কমিউন ব্যর্থ ১৮৭১।

১৯ অক্টোবর — প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম ১৯৮৬।
শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮।

২০ অক্টোবর — কিউবাতে রপ্তানি বাণিজ্য নিষিদ্ধ করল আমেরিকা ১৯৬০।
লেখক অতুল প্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১।

২১ অক্টোবর — বিজ্ঞানী আলফ্রেড বেনার্ড নোবেলের জন্ম ১৮৩৩।
আজাদ হিন্দ ফৌজ সরকার গঠন করলেন নেতাজি ১৯৪৩।
তেলেঙ্গানার আন্দোলন প্রত্যাহার ১৯৫১।

২২ অক্টোবর — বাংলা-বিহারে নবাবী প্রথা বন্ধ করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৪।

২৩ অক্টোবর — ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩।
কবি শামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯।

২৪ অক্টোবর — ইউ এন ও-র প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫।
কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ পরিষেবা চালু ১৮৫১।
ভারতে প্রথম টিউব রেল চালু হল কলকাতায় ১৯৮৪।
প্রথমেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩।

২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন ১৯৭১।

২৬ অক্টোবর — ইউ এন ও-র সদস্য হল চিন ১৯৭১।
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত হল গ্রামীণ শিল্প কমিটি ১৯৩৪।

২৭ অক্টোবর — নাট্যকার ও অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১০।
কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারতের অধীনে থাকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ১৯৪৭।

২৮ অক্টোবর — আয়ারল্যান্ডে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭।
কিউবা থেকে সোভিয়েত মিশাইল সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ক্রুশ্চেভ।

২৯ অক্টোবর — শিক্ষাবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানী গিরিশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৩।

৩০ অক্টোবর — ইউ এন ও-র সদস্যপদের জন্য ভারতের আবেদন ১৯৪৫।
কবি সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭।
বিজ্ঞানী হোমি জে ভাবার জন্ম ১৯০৯।

৩১ অক্টোবর — ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪।
কবি জন কিটসের জন্ম ১৭৯৫।
সর্দার বল্লভ প্যাটেলের জন্ম ১৮৭৫।

স্বাগতা দেবি দুর্গে—সেকালে একালে

কালিদাস চক্রবর্তী

"মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন।" মা কী ছিলেন, একটু আলোচনা করা যাক। আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামের বালক ছিলাম। তখন আমাদের গ্রামে ২/৩ খানার বেশি দুর্গা পুজো হত না। ফলে আনন্দটাও ছিল অনেক। তখন মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা গড়ার কাজ পটুয়ারা করতেন। আমাদের পাড়ার মণ্ডপে প্রায় প্রতি বছরই পার্শ্ববর্তী গ্রামের পটুয়া বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই বীরেন্দ্রনাথ দুজনে মিলে দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, সিংহ, মহিষাসুর প্রভৃতির মূর্তি নির্মাণ করতেন। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের একচালা 'কাঠামো' নির্মিত হত। যেহেতু বাড়ির কাছেই পুজো মণ্ডপ ছিল, তাই প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়ে চলে যেতাম প্রতিমা নির্মাণ দেখতে। মূর্তির কঙ্কালে খড় জড়ানো থেকে প্রথম মাটির প্রলেপ, তারপর শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় প্রলেপ পড়ার পর মূর্তিগুলোকে অনেক প্রাণবন্ত দেখাত। এই যে প্রথম থেকে শেষ অবধি আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম তাই ঐসব দেব-দেবীর সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যেতাম। জানি না কলকাতা শহরের কতজনের এই অভিজ্ঞতা আছে। হয়তো কলকাতা শহরেও বনেদি বাড়ির পুজো দালানে এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা কারও কারও থাকতে পারে। লেপমোছা হয়ে যাবার পরে মূর্তিগুলোতে খড়ি দেওয়া হত। শুকিয়ে গেলে উজ্জ্বল দেখাত। শেষ পর্বে রং দেবার পালা ও চোখ আঁকার কাজ।

এবার প্রতীক্ষা পুজো উদ্বোধনের। এখনকার সেলেবদের দিয়ে পুজো উদ্বোধন নয়। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পরে শুরু হত বোধন পর্ব। পুরোহিতমশায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে ঢাকের বাদ্যের সাথে দেবী দুর্গাকে জাগাতেন। একটা কথা উল্লেখ করা হয়নি। পুজোর সময় সাধ্যমত নূতন বস্ত্র পরিধান বিষয়ে। আমরা ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের সন্তান। অন্তত কুড়িজন সদস্য ছিল পরিবারে। আমার স্বর্গত শ্রদ্ধেয় মেজকাকা বসিরহাট হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনিই প্রতিবছর পুজোর সময় সবার জন্য বসিরহাটের এক নির্দিষ্ট দোকান থেকে বাজার করতেন। সাদামাটা বাজার—বাড়ির চার ছেলের জন্য সাধারণ দড়ি পরানো হাফপ্যান্ট ও একটি করে হাফশার্ট। এতেই আমাদের কত আনন্দ ছিল। মেয়েদের এবং মায়েদের প্রত্যেকের জন্য একখানা করে শাড়ি। কেও প্রতিবাদ করত না। গ্রামে তখন আমাদের জুতো পরার প্রচলন ছিল না। যাহোক, সপ্তমীর সকাল থেকে পুজোমণ্ডপে ব্যস্ততা, দুজন পুরোহিত ঠিক ঘড়ি ধরে পুজো আরম্ভ করতেন। ভোরে উঠে ফুল তুলতে বেরিয়ে পড়তাম। আমাদের কয়েকজনের উপর ফুল তোলা, বিল্বপত্র সংগ্রহ করা, দুর্বা তোলার দায়িত্ব পড়ত।

প্রতিদিন সকালে যথা নির্দিষ্ট সময়ে অঞ্জলি দেওয়া হত। মহাষ্টমী, মহানবমী কেটে যেত হৈ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে। বিজয়া দশমীর দিন সকাল থেকে সকলের মন ভারাক্রান্ত। পুরোহিতেরা যখন দেবীর দর্পণ বিসর্জন দিতেন, তখন তাঁদের কণ্ঠরুদ্ধ হত এবং অশ্রুবর্ষণ হত।

আবার দুপুর ২টা থেকে শুরু হত সিঁদুর খেলা। সমানে ঢাক-ঢোল বেজে চলেছে, বধূরা একে একে দেবীদের বরণ করে পরস্পরের সাথে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠতেন। তারপর সন্ধ্যার আগেই প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত আমাদের কালীমন্দির সংলগ্ন মাঠে। সেখানে গ্রামের আরও ২/৩টি প্রতিমা আসত, তার পর শুরু হত সমস্ত ঢাকী ও ঢুলিদের বাজনার প্রতিযোগিতা, সঙ্গে কাঁসরের বাজনা অবশ্যই থাকবে। সেই বাজনার তালে তালে শিশু-কিশোরেরা নৃত্য করত। সে এক দর্শনীয় জিনিস ছিল। বহু মুসলমান নারীও ভিড় করত। এরপর শুরু হত বিসর্জনের পালা। গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদী সদৃশ বাঁওড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। চল্লিশ বছর দমদমে বাস করছি, কিন্তু এখানে কাউকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা, আলিঙ্গন করতে দেখিনি। কদাচিৎ দু-একজন পথে ঘাটে বা বাজারে শুভেচ্ছা জানায়, কেউ কেউ আলিঙ্গনও করেন। গ্রামের পুজো যেন প্রাণের পুজো হয়ে উঠতো।

"মা যা হইয়াছেন।" এখন শহরের পুজোর কথা বলি। অভিজ্ঞতায় দেখছি প্রতি বছর অন্ততঃ তিনমাস আগে থেকে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শুরু হয়ে যায়। তার কত কায়দা, পাঁচ পয়জার। প্রতিমা নির্মাণের বালাই নেই। কুমোরটুলি বা অন্য কোনো স্টুডিওয় যথাসময়ে অর্ডার দেওয়া হয়। সেখানে মূর্তি তৈরি হতে থাকে। আজকাল আবার থিম (theme) পুজোর ছড়াছড়ি। সুতরাং, সারা বছর ধরে থিম্ বাছা হয় এবং সযত্নে গোপন রাখা হয়। সেইজন্য বিশাল বিশাল প্যান্ডেলগুলি ঢেকে রাখা হয় যাতে আগে ভাগে কেউ জানতে না পারে। নগরবাসীর কৌতূহল ও আগ্রহ জাগ্রত করতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, টেলিভিশন বিখ্যাত পুজো মণ্ডপগুলির কিছু বাস্তব, কিছু অকল্পিত বর্ণনা তুলে ধরে। আবার পুজোর থেকেও বেশি অনন্য পোশাক কেনাকাটা। বহুদিন পূর্বে সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শুভ উৎসব প্রবন্ধে সর্বশ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের অবদানের কথা বলেছিলেন।

দেড়-দু'মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায় সর্বজনীন পুজো মণ্ডপগুলোতে 'খুঁটিপুজো' নামক একটি অনুষ্ঠানের। তার কি ঘটা। বালক-বালিকা, যুব-বৃদ্ধদের কী উন্মাদনা। মন্ত্রী-সান্ত্রী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে একটা খুঁটিকে ফুলের মালায় সাজিয়ে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে পুজো করেন। আমি তো বাবার কালেও খুঁটি পুজোর কথা শুনিনি। হতে পারে সেটা আমার অজ্ঞতা। আমার খুবই জানতে ইচ্ছে করে পুরাণ বিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি এ বিষয়ে কী বলেন। মহালয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় নামী ক্লাবগুলির উদ্বোধনের পালা। কারা করবেন? মন্ত্রীরা—ততোধিক পছন্দ রুপালী পর্দার নায়ক-নায়িকাদের। তাদের আনতে পুজো কমিটি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এর প্রভাব শহর ছাড়িয়ে মফস্বলেও পড়েছে। শুক্লপক্ষের চতুর্থী থেকেই শহরের রাস্তায় মানুষের ঢল। হুজুগের শহর আমাদের। কাজে কাজেই সারা রাত ধরে বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করে মণ্ডপে মণ্ডপে পরিক্রমা এবং থিম্ দর্শন। দেবী দুর্গা ও তাঁর পরিবারের প্রতি দর্শকদের ভক্তির প্রকাশ দেখা যায় না। সকালে যখন মূল পূজানুষ্ঠান হয়, তখন কতজন পুজো দেখতে, চণ্ডীপাঠ শুনতে যান তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। এখনকার বারোয়ারি পুজোয় মনে হয় বাহ্যাড়ম্বরটাই বেশি। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আমার ধারণা ভুল হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সামান্যতম হলেও কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও আছে। তবে বনেদি বাড়ির পুজোয় ভক্তি ও প্রাণের পরশ এখনও আছে। বারোয়ারি পুজোগুলো এখন বিভিন্ন সংস্থার পুরস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে চালিত হয়। আমার ধারণায় 'মা' এইরূপ হয়েছেন। পাঠকবৃন্দ আমার ত্রুটি বিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। জয়তু দেবী দুর্গা।

কবিতা

মা

সুকান্ত মিত্র

মা বললেই মনে পড়ে
দুর্গামায়ের মাটির মুখ,
মা বললেই মনে পড়ে
ভালো খাবার টুকুর সুখ'

মা বললেই মনে পড়ে
নতুন জামার টাটকা গন্ধ,
মা বললেই মনে পড়ে
চারটে দিন কাজটা বন্ধ।

মা বললেই মনে পড়ে—
হাওয়ায় দোলা কাঁশের ঝুঁটি
শরৎ হাসে নীল আকাশে
মেঘমালাদের ছুটোছুটি।

সময়ের সাথে কাজের মাঝে
কত কিছুই যায় আর আসে
তবু দেখি মা বললেই
ছোটবেলার মনটা হাসে।

সম্পর্ক

সঙ্গীতা মিত্র হাজরা

বিন্দু বিন্দু জলের ভেতর
বেঁচে থাকে একটি সম্পর্ক
বাঁচিয়ে তোলে জীবন পথের প্রতিলিপি
সময়ের অমোঘ ক্ষণে গড়ে
ওঠা কোনমুহূর্ত।
মহিরূহ হয়ে ওঠে তোমার নিবিড়
আলিঙ্গনের ছত্রছায়ায়,
খোলা আকাশের বৃষ্টি ধারায়
ভিজে যাওয়া স্বপ্ন মোহময়।
সংসারের আকাশে ভিরে যায়
জীবনের ছবি।
তবুও তোমায় খুঁজে ফেরে মন
কোন গভীর সম্পর্কের বাহুডোরে,
যা তলেতলে ভালোবাসার আগুন
বেড়ে ওঠার কামনা।
মনে আঁকা অতল স্পর্শী চোখ
ছুঁয়ে যাওয়া চিবুক,
মিশেযায় নতুন সম্পর্ক গানের ভিতর

শিউলি সুর

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

গগন পটে লালের ছোঁওয়া
শিউলি ফুল ওই শিশির ধোওয়া—
আঁধার নামে ধরার বুকে
শেষ রবি রঙ ছড়ায় সুখে—

দিগন্তে ওই পাখির সারি
কুলায় তরে দিচ্ছে পাড়ি—

পথভোলা এক পথিক আসি
আপন মনে বাজায় বাঁশি—

সুরের ছোঁওয়ায় মনের মাঝে
হাজার তারার ভুবন সাজে—

উমার আশায় দিনগুলি আজ
রইল পড়ে সকলই কাজ—
আর দেরি না সয় যে প্রাণে
সুবাস ভরি রয় যে ঘ্রাণে।।

সময়ের চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার

সঞ্জীব আচার্য্য

কয়েকবছর আগে পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে সার ভাইকাল ক্যান্সারের প্রকোপ ছিল অত্যধিক মাত্রায়। সময় যত এগিয়েছে সার্বিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সারভিক্স

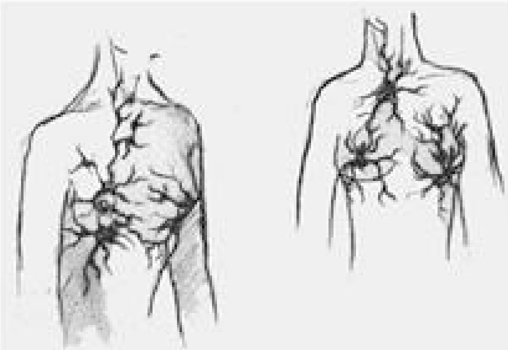

ক্যান্সারের ঘটনা ক্রমশ কমছে। কিন্তু এর বদলে বাড়ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঘটনা। এসব ক্যান্সারে মহিলাদের মৃত্যুর ঘটনা একটি অশনি সংকেত। ঘটনাক্রমে প্রকাশ, আমেরিকা এবং ইউরোপে ব্রেস্ট ক্যান্সারে মৃত্যুর ঘটনার সংখ্যা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই মৃত্যুর হার কম। কিশোরী বয়স থেকেই অধিকাংশেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অনুকরণ করার ফল হিসেবে ক্যান্সারের ঘটনা বাড়ছে। এই বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে নিম্ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

মূলতঃ ব্রেস্ট ক্যান্সার হল ব্রেস্টে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকেই ডাক্তারি পরিভাষায় ব্রেস্ট ক্যান্সার বলে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয় করা গেলে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তা নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু দেখা গেছে, ব্রেস্ট ক্যান্সারের উত্তর পর্যায়ের চিকিৎসা তেমনভাবে আশাপ্রদ ফল দেয় না। ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়ে ম্যামোগ্রাফির সাহায্য নেওয়া হয়। ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এক্ষেত্রে তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। প্রাথমিক স্তরে ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয় করাটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রোগী নিজে এক্ষেত্রে তার রোগ (ব্রেস্ট ক্যান্সার) নিজেই খানিকটা পরীক্ষা করতে পারেন। স্তনের ঘনত্ব বেশি থাকলে অনেক সময় 'এম আর আই'ও করা হয়। লক্ষণ প্রকাশের পর ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রে।

কাউন্সিল অব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার এক্সপার্টের সুপারিশ, ৫০ থেকে ৫৯ বছরের মহিলাদের বছরে একবার ম্যামোগ্রাফি করা অবশ্যই প্রয়োজন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব ব্রেস্ট ইমেজিং অ্যান্ড দ্য ব্রেস্ট ইমেজিং কমিশন অব দ্য আমেরিকান কলেজ অব রেডিওলজির অভিমত, ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা কমাতে গেলে মহিলাদের ৪০ বছর বয়স থেকেই বছরে একবার ম্যামোগ্রাফি করা প্রয়োজন।

ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি ইদানিং চালু হয়েছে। ম্যামোগ্রাফি এবং এম আর আই-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে ব্রেস্ট আলট্রাসোনোগ্রাফি, বায়োপ্সি। সম্প্রতি সেন্টিনাল নোড বায়োপ্সি' করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বগলের গ্ল্যান্ড তাই পুস করে ক্যান্সারের অস্তিত্ব দেখা হয়।

ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল : (ক) সন্তানকে ব্রেস্ট ফিড না করানো। সন্তানদের ব্রেস্ট ফিড করানোর বিষয়ে উত্তর ভারতের মহিলারা একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়েছেন। ব্রেস্ট ফিডিং বৃদ্ধি করার সাথে সাথে শারীরিক ক্রিয়া কসরৎ চালু রাখতে হবে। (খ) দেরিতে বিবাহ হওয়া। গ্রাম-মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা কম শহরের তুলনায়, কারণ গ্রামে মহিলাদের অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ হয়। (গ) অধিক পরিমাণে তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া (ঘ) ভিটামিন যুক্ত খাবার কম পরিমাণে গ্রহণ করা (ঙ) ৫ শতাংশ ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঘটনা ঘটছে জেনেটিক কারণে। বংশগত ব্রেস্ট ক্যান্সারের ধারাবাহিকতা এখানে কাজ করছে। (চ) বারো বছরের নীচে মেন্সট্রুয়েশন শুরু হলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে ৫৫ বছরের পর মহিলাদের মেনোপজ শুরু হলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। (ছ) শরীরে অতিরিক্ত ওজনের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে যায়। (জ)

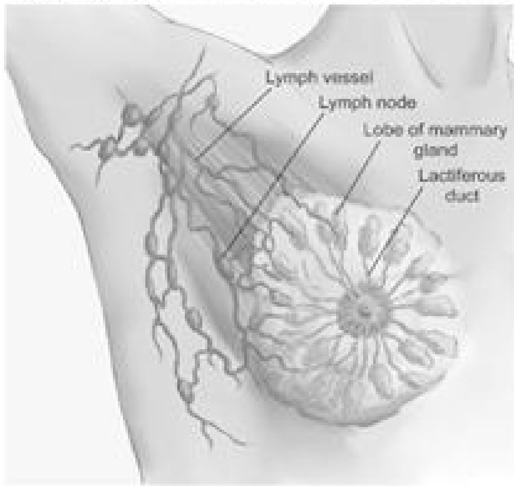

মহিলারা অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ ধূমপান করলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে।

মহিলাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভারতে এই ঘটনা কিশোরী বয়সের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

সে কারণেই ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার রোধ করতে হলে প্রয়োজনে সরকারি প্রচেষ্টায় বহুমুখী সতর্কতামূলক প্রকল্প চালু করা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ক্রিনিং কর্মসূচী, চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়ার সুযোগ, সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত প্রচার কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সংখ্যা এবং তজ্জনিত কারণে মৃত্যুর হার হ্রাস করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সংযুক্তির সাফল্য আসবে কি?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতে আবার কয়েকটি সরকারি মালিকানাধীন ব্যাঙ্কের সংযুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারত সরকার ঠিক করেছে ব্যাঙ্ক অব বরোদা, বিজয়া ব্যাঙ্ক এবং দেনা ব্যাঙ্কে সংযুক্তিকরণ করে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্কের চেহারা দেবে। কেন এই সিদ্ধান্ত? কারণ ভারতের প্রায় সব ব্যাঙ্ক বিশেষ করে সরকারি ব্যাঙ্কের প্রায় সবই এখন ধুকছে। এদের সবচেয়ে বড়ো অসুখ হলো প্রত্যেকেরই নন্ পারফরমিং অ্যাসেট বিপুল। প্রদত্ত ঋণের প্রায় ১৩ শতাংশ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলো যত টাকা ঋণ দিয়েছে তার ১৩ শতাংশে টাকা আর ফেরৎ আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে না। অনেকেই মনে করেন এই পরিমাণটা আসলে অনেক বেশি। ব্যাঙ্কগুলো বিভিন্নভাবে কায়দা করে নন্ পারফরমিং অ্যাসেটের পরিমাণ কম দেখাচ্ছে। তাহলে যদি ওই পরিমাণ ঋণ আর ব্যাঙ্কে ফেরৎ না আসে, তাহলে তো ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সংকটজনক হবেই। আগামী দিনে ব্যাঙ্ক চালানোই মুশকিল হবে।

বেসরকারি ব্যাঙ্কের অবস্থা এখন বেশ খারাপ। যদিও এদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের তুলনা করা ঠিক হবে না। সব ব্যাঙ্কগুলোরই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলার কথা। আসলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের দেশ গঠনের পেছনে একটা ভূমিকা আছে। পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো সবসময় একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মতোই আচরণ করে। এদের ঋণদানের ধরণ দেখলেই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের পার্থক্যটা বোঝা আরও সহজ হবে।

ব্যাঙ্কের এই দুরাবস্থার কারণ কি?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বতন গভর্নর রঘুরাম রাজনও বলেছেন, যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক শ্রেণি—সকলেই এর জন্য দায়ী। গত ইউ পি এ সরকার দেশের ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির জন্য বিরাট সম্ভাবনার যে পরিকল্পনা করেছিল, সেটা ভুল ছিল। বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থাও খারাপ হতে শুরু করল ২০০৮ সাল থেকে। অনাদায়ী ঋণের (নন্ পারফরমিং অ্যাসেট) পরিমাণ বাড়তে শুরু করল এই সময় থেকেই। প্রথম ধাক্কা এসেছে রাস্তা নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে। সেখানে জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আরও বাধা হয়ে দাঁড়াল। পরে বিভিন্ন শিল্পের যেমন ইস্পাত, সিমেন্টসহ অনেক শিল্পেই মন্দার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হিসাবে বিদ্যুৎ টেলিকম শিল্পও উঠে এল ব্যাঙ্কের দুরাবস্থার কারণ হিসাবে। কূটনৈতিক নেতাদের চাপে অনেক ব্যাঙ্কের খারাপ ব্যবসাতেও অনেক ঋণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

তাহলে কী?

ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপ হলে বা ঋণ আদায় না হলে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের থাকে তাতে প্রায় কোন কাজ হল না। বর্তমানে তাই নতুন IBC (Insolvancy Bankruptcy Code) চালু করে যার বিচারের জন্য NCLT তৈরি করে প্রতি সমস্যার সমাধানের পথ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। তাই ভবিষ্যতই ঠিক করবে IBC ভাল না মন্দ।

তাই ব্যাঙ্ক সংযুক্তি কি কোন সমাধান?

অনেকেই বলবে না একেবারেই না। অতীতে যতবার ব্যাঙ্ক সংযুক্তি হয়েছে তাতে সাফল্যের চেয়ে অসাফল্যই বেশি। এমনকি বর্তমানে SBI এর সঙ্গে যে তার Associate ৫/৬ টি ব্যাঙ্কের মিলন হল তাতেও দেখা যাচ্ছে বৃহত্তর SBI এর ব্যালান্স শিট দুর্বলতর হয়েছে। মজার বিষয় হল মিলিত হওয়ার পর বৃহত্তর SBI এর বর্তমান NPA তো কমলই না বিপরীতে তা বেড়ে হল ২,২৫,০০০ কোটি টাকা। SBI এখন একটা লোকসানে চলা ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এবারই প্রথম।

আসলে রোগ হল ব্যাঙ্কে সঠিকভাবে বিভিন্ন ঋণের পরিশোধ। ঋণ পরিশোধ না হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকে। দেশীয়, বিদেশী অর্থব্যবস্থার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতি, বিভিন্ন ব্যবসা-শিল্পের অবস্থা ইত্যাদি। তাই ব্যাঙ্ক বড় কী ছোট তার উপর ঋণ পরিশোধ কতটা নির্ভরশীল? সবকিছু ঠিক থাকলেও কিছু টাকা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ফেরত আসে না।

অন্য একটি বিষয় হল ব্যাঙ্কের মিলনের ফলে ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি হয়। অনেকে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যদি প্রস্তাবিত তিনটি ব্যাঙ্কের মিলন (merger) হয় তবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, যেখানে এই তিনটি ব্যাঙ্কের শাখা বেশি সেখানে ওই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অনেকেই অসীম দুর্গতিতে পরবেন বলেই অনুমান। অতীতে এরকম হয়েছে।

২০০৭-২০০৮ এ বিশ্ব আর্থিক সংকট শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকাতে বিশাল মাপের কয়েকটি ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্গীন হয়। তার আগে অনেকের ধারণা ছিল যে বেশ কিছু ব্যাঙ্ক এত বড় মূলধনের অধিকারী যে তারা কোনদিন fail করতে পারে— "too big to fail" কথাটা খুব জনপ্রিয় ছিল এবং অনেকে বিশ্বাসও করতো। তাই বড় ব্যাঙ্ক ভাল কারণ পরিচালনার খরচ কম, সেটা অনেক লক্ষ হবে, ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বেশি হবে—সবই এখন আর খাটে না। তাই চাই সঠিকভাবে পরিগণিত দক্ষ ব্যাঙ্ক এবং তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা RBI এবং রাজনৈতিক শ্রেণির সৎ উদ্দেশ্য।

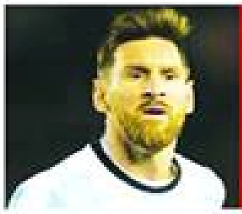

স্টেডিয়াম

বিতর্কিত ফাইনালে হার সেরেনার

আম্পায়ারের সঙ্গে সেরেনার বিবাদ

নিউইয়র্ক-আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে নাওমি ওসাকা ৬-২, ৬-৪ হারালেন ২৩ বারের গ্রান্ড স্লাম জয়ী সেরেনা উইলিয়ামসকে। তিনটি বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল হয় ম্যাচে। চেয়ার আম্পায়ারকে 'লিঙ্গবৈষম্যবাদী' বলেন সেরেনা। বলেন 'মিথ্যাবাদী, 'চোর'। এরপর থেকেই বিতর্ক চলতে থাকে। রেফারি সতর্ক করে দেওয়ার পরও সেরেনা এরপর তিনবার পেনাল্টি করার পরে সেরেনার থেকে পয়েন্ট কেড়ে ওসাকাকে দিয়ে দেন রেফারি। ওই পয়েন্ট পেয়ে ওসাকা ৫-৩-এ এগিয়ে যান। এরপর কোর্টে র‍্যাকেট ছুড়ে মারেন সেরেনা।

লিগ জয়, সবুজ মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি-দীর্ঘ আট বছর পরে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে কাস্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। ১২ সেপ্টেম্বর ম্যাচের প্রথমার্ধে জোড়া গোল করে দলকে

ডিকা হেনরি জুটি

জয় এনে দেন হেনরি কিসেক্কা। খেলা শেষে মুঠো মুঠো আবির উড়েছে আকাশে। যুবভারতীতে মাঠে নেমে পড়েছেন দর্শকরা। রং, মশাল ও বাজি ফুটিয়ে আনন্দ করেছেন দর্শকরা। আট বছর আগেও দলের অধিনায়ক ছিলেন শিল্টন পাল। এবারও তাই। ম্যাচের সেরা হয়েছেন হেনরি কিসেক্কা। মোহনবাগানের ডিকা-হেনরি জুটির কেমিস্ট্রি অসাধারণ। মোহনবাগান বোর্ডের সভা ছিল এদিন। সেখানে কর্তারা জানিয়ে দেন। ফুটবলারদের বকেয়া বেতন দ্রুত দিয়ে দেবেন।

বিরাটকে খেলরত্ন

নয়াদিল্লি-রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন নিলেন বিরাট কোহলি এবং ভারত্তোলক মীরাবাই চানু। বাঙালি ক্রিকেট কোচ তারক সিংহ পেলেন দ্রোণাচার্য। এক ঝাঁক ক্রীড়া তারকাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্রীড়া সম্মান। চানুকে পুরস্কার দেওয়া নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। ভারত্তোলকের আর একজন খেলোয়াড়ের দাবি, তিনি একমাত্র এই পুরস্কারের যোগ্য।

কুকের দাপটে দিশেহারা ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি-পরিসংখ্যানের বিচারে ১২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনে দাগ রেখে গেলেন কুক। টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ২০০৬-এ। তখন ভারতের

অ্যালেস্টেয়ার কুক

অধিনায়ক ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। এখন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। প্রথম ইনিংসে ৫০ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন অ্যালেস্টেয়ার কুক। জীবনের শেষ টেস্টেও তাই। কুক এবং জো রুট মিলে ভারতকে নাস্তানাবুদ করেছে। ভারতের চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট ও ভারতীয় পেসাররা ছাড়া সবাই ব্যর্থ। বিশেষ করে ব্যর্থ ওপেনিং জুটি। ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইটা এখনও অনেকে শিখে উঠতে পারেননি।

প্রয়াত বিশ্বনাথ দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-ময়দান তাঁর শেষ অভিভাবকী অভীশ্বরকে হারাল। ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরে প্রয়াত হলেন বিশ্বনাথ দত্ত (৯২)। ময়দানে ক্রিকেট এবং ফুটবল একই হাতে সামলাতেন তিনি। রেখে গেলেন কন্যার সঙ্গে সুব্রত দত্তকে। তিনি এখন এ এ আই এফ এফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

বিশ্বরেকর্ড

বার্লিন-ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড করলেন কেনিয়ার অ্যাথলিট ইলিউড কিপচোগে। চার বছর আগে ডেনিস কিমেটোর রেকর্ড তিনি ভেঙে

দিলেন। এক মিনিট কুড়ি সেকেন্ডের ব্যবধানে নতুন রেকর্ড করলেন ইলিউড।

রোনাল্দো ৪০০

তুরিন- জুভেন্তাসের হয়ে চতুর্থ ম্যাচে নেমে জোড়া গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্দো। সিরি এ-তে

সাসুওলোর বিরুদ্ধে ম্যাচের ৫০ মিনিটে প্রথম গোল এবং তারপরে ১৫ মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোল করেন। তুরিনে জুড়ে ভক্তদের আনন্দ ছিল দেখার মতো। হোম ম্যাচেই রোনাল্দো গোল পেলেন। এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে লঘু পাপে গুরু দণ্ড পেলেন রোনাল্দো। রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখায়। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত।

বেহাল ক্রোয়েশিয়া

জয়ের উল্লাস

বার্সেলোনা- রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছে ক্রোয়েশিয়া। লুকা মদ্রিচ, ইভান, রাকিতিচের মতো তারকারা রয়েছেন এই দলে। এরপরেও উয়েফা লিগের প্রথম ম্যাচে ০-৬ হেরে গেল স্পেনের কাছে। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ক্রোয়েশিয়া একাধিক ম্যাচে হেরেছে। ২০০৯ সালে এত বড় ব্যবধানে হেরেছিল ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে জয়ের নায়ক স্পেনের আসেন সিয়ো। তিনি নিজে একটি গোল করেন।

এখন লুকার রাজত্ব

লন্ডন-মেসি-রোনাল্দোর যুগ কি শেষ হয়ে গেল? এই দুজনকে ছাপিয়ে এবার ফিফার বর্ষসেরা হলেন লুকা মদ্রিচ। সেরা কোচ হলেন দিদিয়ের দেশঁ। সেরা

গোলের জন্য পুসকাস অ্যাওয়ার্ড পেলেন মহম্মদ সালাহ। সেরা গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া। মেয়েদের সেরা ফুটবলার হলেন ব্রাজিলের মার্তা এবং সেরা কোচ রেনাল্দ পেড্রোস। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেসি কিন্তু আসেন নি রোনাল্দো।

প্রমাণ করলেন নোভাকই সেরা

কোর্টে শুয়ে পড়েছেন জোকোভিচ

ওয়াশিংটন-খুয়ান মার্টিন দেল পোত্রোকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন এবং ১৪ নম্বর গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে দেল পোত্রোকে ৬-৩, ৭-৬, ৬-৩ হারানোর পরে সার্বিয়ান তারকা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরারের পরেই তাঁর স্থান। জোকোভিচ স্পর্শ করলেন পিট সাম্প্রাসের রেকর্ড। কনুইয়ের চোটের জন্য গত মরসুমে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলতে পারেননি জোকোভিচ। জোকোভিচের এই ফিরে আসার জন্য তাঁর স্ত্রী জেলেনাও খুব খুশী। গ্র্যান্ড স্লাম মরশুম শেষ হল নোভাকের আধিপত্য দিয়ে।

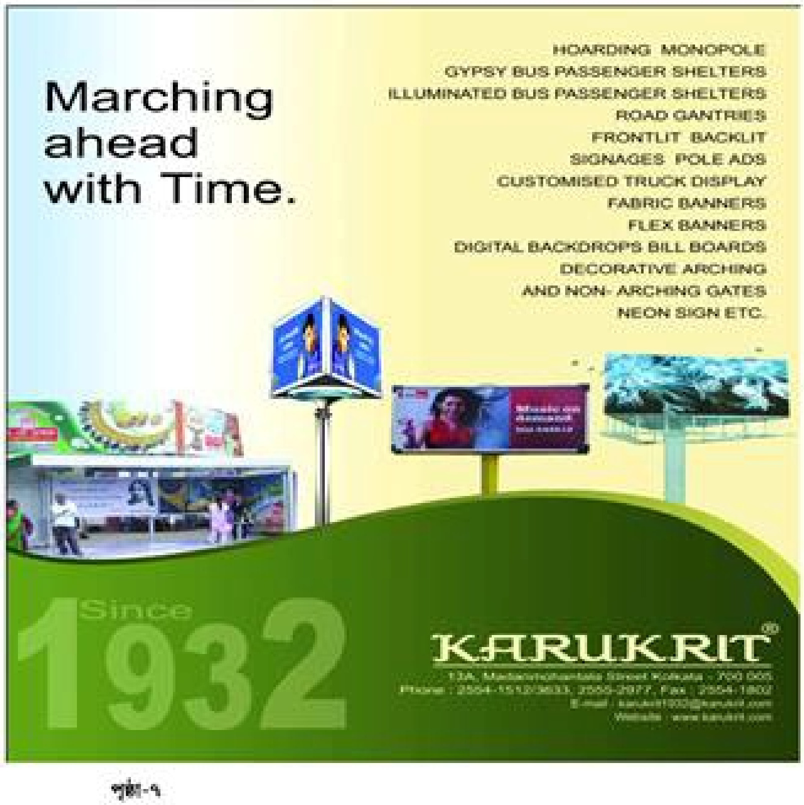

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার...

শ্যামবাজারে 'আজকের নবোৎসব' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, উপস্থিত রয়েছেন সহসভাপতি সম্পাদকসহ অন্যেরা। নিজস্ব চিত্র

কাকুর গাছির মিতালিতে চলছে আজকের নবোৎসব নিজস্ব চিত্র

কুমারটুলি সার্বজনীনে আজকের নবোৎসব নিজস্ব চিত্র

বাগবাজার পল্লীপুজো ও প্রদর্শনীতে আজকের নবোৎসব নিজস্ব চিত্র

অর্ঘ্য সার্বজনীনে আজকের নবোৎসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় পুরপিতা মোহনচন্দ্রের সঙ্গে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা নিজস্ব চিত্র

উত্তর চন্দনপিঁড়ি স্কুলে নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির রয়েছেন স্থানীয় সমাজসেবী আশীষ আচার্য এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের মেডিক্যাল টিম। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মুকুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) অরূপ বোস ৪) রত্না রায় ৫) রঞ্জন বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) দৈবকর মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্দার ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিপ্লব সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) পিন্টু মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিত্র ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ মন্ডল ৩১) আনন্দ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪২) শুভাশিস সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) মিন্টু রায় ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা দত্ত ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) বর্ণিতা দাস ৫৫) আলোকেশ শিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভজয় কুন্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্তা ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) সোনালিসা হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহমেদ ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৭১) সত্যব্রতী বসু ৭২) এস. এন. চন্দ ৭৩) তন্ময় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অভিজিৎ শীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কানন কুমার মন্ডল।।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র

পৃষ্ঠা-'ক'

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

আয় মা উমাশশী, দিবানিশি আছি আসার আশায়

পারিজাত বোস

বসুন্ধরায় অবিরত চলছে পালাবদলের কাব্য। 'গ্রীষ্মপালা'-র পরেই, বর্ষাপালা শেষ করেই ধরিত্রীদেবী এখন 'শরৎপালা'-য় মনোনিবেশ করেছেন। কাশের বনে শুরু হয়েছে শ্বেতচামরের দুলুনি, ভোরের আবছোঁয়া আলোয় শিউলির ঘুম ভাঙার গান। ভোরের বাতাসে লেগেছে মন রাঙানিয়া পুলকের ছোঁয়া। আকাশে নীলাভ পয়োধরের পদচারণা, পাখিদের কূজন বয়ে আনছে আনন্দের সুরধারা। অনন্তকাল ধরে প্রকৃতিতে চলে আসছে এই পালাবদলের গীত। শেষ লাইনের পরেই আবার নতুন অধ্যায়ের প্রথম লাইন। তবুও এই পালাবদলের নাটক কখনও পুরনো হয়নি। 'শরৎপালা'-য় সর্বত্রই যেন উৎসাহের সুর। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। দুর্গা মা আসছেন বাপের বাড়ি। এটা কল্পলোকের কথা নয়, অন্তরের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কথা। কৈলাস থেকে মা আসছেন মর্ত্যলোকে। বছরের শেষ ভাগে মাতৃরূপী দুর্গা এবং কন্যারূপী দুর্গা-এই দুই সত্ত্বাকে একত্র করে মা ধরায় অবতীর্ণ হন, সুখ-দুঃখের কথা বলেন, চোখের জল ফেলে বিদায় নেন। মা দশভুজার সঙ্গে গড়ে ওঠে আত্মীয়তার বন্ধন, এই নিয়েই তো চলছে বাঙালির ঘরকন্না। তাই এখনও আমরা শিবের বিয়ে দিই, ইতু মনসার 'সাধ', ভাদুকে স্মরণ আর পার্বতীকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় চোখের জল ফেলি। আর সবাইতো আমাদের কাছের দেব-দেবী, কিন্তু উমা যেন ঘরের মেয়ে। এসব কথা কি অবিশ্বাসের?

আপনার স্বপ্ন সুনেই গ্রাম-বাংলায় বছরের পর বছর চলে আসছে দুর্গোৎসব। কোথাও আড়াইশো বছর। কোথাও দু'শো বছর বা তারও কিছু কম বেশি সময় ধরে এই উৎসব মানুষের সব মলিনতাকে মুছে ফেলে চলার পথকে আলোকিত করে। বংশপরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতে আর্থিক বাধাকে দূরে সরিয়ে রেখে উৎসবের আয়োজন চলে আন্তরিকতার সঙ্গে। এখানে কিছু পুরনো দুর্গাপুজোর কথা তুলে ধরব।

মহিষাদলের রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

প্রায় ২৫০ বছর আগে রানী জানকীর হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পুজো। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়। প্রায় পঞ্চম প্রজন্ম আগে উত্তর ভারত থেকে ব্যবসার কাজে পূর্ব মেদিনীপুরে মহিষাদলে আসেন রায়চৌধুরী পরিবার। ষষ্ঠ প্রজন্মে পুত্র সন্তান না থাকাতে কন্যাকেই পুত্রের মতো করে লালন-পালন করা হয়েছিল। সেই কন্যাই পরে 'রানী জানকী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রূপনারায়ণ, দামোদর ও হলদি নদীর সংগমস্থলে মহিষাদল। দেবীপক্ষের ভোর থেকে এখানে শুরু হয় পুজো। প্রতিমার পাশে বসান হয় ঘট। বিশ্বাস, সেই ঘটেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা দেবীর। এই রাজবাড়ির বিশেষত্ব হলো এখানে নীল পদ্ম দিয়ে দেবীর পুজো হয়। আগে রাজবাড়ির কামানের আওয়াজ শুরু হতো সন্ধিপুজো। প্রতিপদ থেকে মন মন চালের ভোগ অর্পণ করা হত। এখন অবশ্য তা কেজিতে নেমেছে। প্রতি বছর বিজয়া দশমীর দিনে মহিষাদল রাজবাড়ি থেকে রথ বের হয়।

ঝাড়গ্রামের কনকদুর্গা

ঝাড়গ্রামে ডুলুং নদীর তীরে চিল্কিগড়ের ঘন জঙ্গলে রয়েছে কনকদুর্গা মন্দির। দুর্গা এখানে অশ্বারোহী চতুর্ভুজা। এই মন্দির ঘিরে অনেক গল্প আদিবাসীদের বিশ্বাসের ভিত। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে জামবনীর রাজা জগদীশচন্দ্র দেওধর এটি নির্মাণ করেন। রানীর হাতের অলঙ্কার দিয়ে তৈরি হয় সোনার দুর্গা। শিল্পী ছিলেন জগন্নাথ কামেলা। পুরোহিত ছিলেন রামচন্দ্র ষাড়েঙ্গি। পরবর্তী সময়ে সামন্ত রাজা গোপীনাথ সিংহ এই মন্দিরের সংস্কার করেন। নাম না জানা বুনো ফুলে পূজিতা হন দেবী। ষষ্ঠীর দিনে ডুলুং নদী থেকে ঘটে করে জল আনেন আদিবাসীরা। মন্দিরের গায়ে বেলতলায় সারারাত সেই ঘট রাখা থাকে। সপ্তমীর ভোরে সাত কলস জলে সেই ঘট শুদ্ধ করা হয়। অষ্টমীর রাতে 'নিশাপুজো' হয় জঙ্গলে। একমাত্র রাজপরিবারের সদস্যরা সেই পুজোয় থাকতে পারেন। ইতিহাসে রয়েছে নবমীতে এখানে নরবলি হতো। এখন অবশ্য পাঁঠা বলি হয়, দশমীতে রাবণকে কলাগাছ রূপে পুজো করা হয়। সন্ধ্যায় মশাল জ্বালিয়ে কলাগাছে তির মারার প্রতিযোগিতা চলে ডুলুং নদীর তীরে। সঙ্গে ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী রমনীদের নৃত্য। মধ্যরাত্রে মাতে সকলে। দুষ্কৃতিদের আক্রমণে দু'বার মন্দিরের মূর্তি চুরি যায়।

শেরশাহের পুজো

প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজোর সঙ্গে দিল্লির সুলতান শেরশাহের নাম জড়িয়ে রয়েছে। দিগম্বর ঘোষাল জামালপুরে এই পুজো শুরু করেন। শেরশাহের নির্দেশে বর্ধমানের জি টি রোড সংস্কারের কাজ শুরু করেন দিগম্বর ঘোষাল। কাজ চলাকালীন বর্ধমানের জামালপুরের কাছে দিগম্বর বাবু দেখলেন একটি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ঢুঁড়ে। সুলতানকে জানানো হলো। শেরশাহ মন্দির প্রতিষ্ঠার জমি দান করলেন। ১৬৫৫ সালে সেই জমিতে মন্দির

সুসংবাদ

সবার মাঝে, সবেরে মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র

পৃষ্ঠা-'খ'

আয় মা উমাশশী

ছবি : আশীষ সাহা

প্রতিষ্ঠা করা হল। তখন থেকেই শুরু ঘোষালবাড়ির দুর্গাপুজো। এখানে খোড়, মোচার ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। বোধন হয় মহালয়ার প্রতিপদে। মহালয়াতে তর্পণ করে বাড়ির পুরুষেরা গঙ্গা থেকে জল আনেন। সেই জল দিয়েই ষষ্ঠী থেকে দশমী ভোগ রান্না করা হয় কলাবাগানে। ৩৬৩ বছর আগের হিন্দু-মুসলমানের যুগলবন্দী আজও দেখা যায় শের শাহের দুর্গাপুজোতে।

বুড়িমার দুর্গাপুজো

বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরে ছিল খাজা আনোয়ারের বেড়। প্রায় আড়াইশো বছর সেখানে ছিল ঘন জঙ্গল এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বাস। সেই জঙ্গলের ভেতরে একটি ছোট কুঠিতে বুড়ি মা থাকতেন। জঙ্গলের ফলমূল দিয়ে তিনি দেবী দুর্গার আরাধনা করতেন। বয়সের ভারে জর্জরিত বুড়ি মা চাইছিলেন এই দেবী পুজোর দায়িত্ব অর্পণ করতে। রাজস্ব বাড়াতে রাজা খাজা আনোয়ারের বেড়ে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। কলকাতার ব্যবসায়ী বিহারীলাল প্রামানিক সেখানে জমি ক্রয় করেন। তাঁর বংশধরদের দাবি বুড়িমার পুজিতা দুর্গা নাকি বিহারীলালকে স্বপ্নাদেশ দেন। পরে সেখানেই দুর্গালালন করেন বিহারীলাল। রীতি মেনে এখানে আজও শাল কাঠ ও লোহার পাটাতনের ওপর তৈরি করা হয় প্রতিমা। এখন আর্থিক অভাবের জন্য প্রাচুর্যের ঘাটতি হয় ঠিকই কিন্তু ভক্তি রয়েছে অটুট। প্রাচীন মন্ত্র গায়ে মেখে আজও প্রতিবছর বুড়িমা নতুন হন প্রতিবছর।

কাত্যায়নী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেবী কাত্যায়নীর পুজো শুরু হয়েছিল। ঢাকার দাশগুপ্ত পরিবারে। ঢাকেশ্বরী নামে বহু বছর পুজিত হয়েছেন দেবী। দেশভাগের পরে দাশগুপ্তের বংশধরেরা দেবীকে নিয়ে আসেন রমরাজাতলার মুরারিমোহন শাস্ত্রীর বাড়িতে। এটি মূলত বাংলাদেশের দুর্গাপুজো। পরবর্তীকালে ভারতে হচ্ছে। দেবী প্রতিমা অষ্ট ধাতুতে তৈরি। নবমীতে বলি প্রথা এখনও চালু আছে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে দু-দেশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এখনও অটুট রয়েছে।

কোড়ো পাহাড়ের দুর্গা

বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র ১৮ কিমি দূরে কোড়ো পাহাড়। পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলেছে শালী নদী। পাহাড়ের মাথায় রয়েছে অষ্টভুজা পার্বতীর মন্দির। ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি স্থাপিত। এই মন্দিরকে ঘিরে অনেক গল্পকথা রয়েছে। ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে এক সাধু কাশী থেকে অষ্টভুজার মূর্তি এনে এই পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করেন। এখানে শিবরাত্রি ও দুর্গাপুজো হয় নিষ্ঠা সহকারে। এখানে বৈষ্ণব মতে দেবীর পুজো হয়। ভোগের প্রসাদ বলতে মুড়ি ভাজা ও ছোলা। শালী নদীর ওপর গাম্ফুরা জলাধারে জলে ফুটে ওঠে রঙিন প্রতিচ্ছবি। এখানকার পুজোতে জাঁকজমক আসল নয়, রীতি-নীতিই প্রধান। কিছু ঐতিহ্যসমৃদ্ধ পুরনো দুর্গাপুজো শহরেও হয়। স্থানাভাবে তা লেখা সম্ভব হল না।

আমার পুজো

অমৃত পাত্র

আমি যখন ছোটো

পঞ্চমীর সকালে ঘুম থেকে উঠেই—
মা, কাল রাতে ঠাকুর এসেছে?
অনেক রাতে, খুব চেঁচিয়ে করে,
তুই তখন ঘুমিয়ে ছিলিস।
ছুটে গেলাম পাশে ক্লাবের মাঠে,
ত্রেপলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম
'মাগো', তোমার সর্বজয়া অভয়প্রদায়িনী রূপ।
সারা শরীরে শিহরণ।

পুজোর ক'দিন ভোজবলন,
সব কচিকাঁচার সাথে আমাকেও দিলে ক্যাপবন্দুক
করে
নিজের পুঁচকি রঙিন রিবন, পিন দিয়ে বুকে
আটকানো।
এই যে শক, খড়ি কাটবে না
কড়ি গলায় ক্যাপবন্দুকী মালকানী।

আমি যখন কিশোর

হেঁটে হেঁটে হেঁটে...
বাগবাজার থেকে শিয়ালে, বন্ধুদের সাথে;
হঠাৎ বড় হয়ে একদিনের জন্য সিগারেট খাওয়া,
জুতো কোষ্কা, খোড়াতে খোড়াতে 'সপ্তমী',
'২২-এর পল্লী'।

আমি যখন প্রেমিক

তুমি আসবে ভাবেকের হলুদ শাড়ি পরে,
কপালে হলুদ ছোট্ট টিপ, দাঁড়াবে শ্রীরামপুর
স্টেশনে,
সপ্তমীর সন্ধ্যায় ঠিক সাড়ে পাঁচটায়,
আমাকেও কপালে হলুদ টিপ,
তুমি এলে!
মালশী হাতে, ইভিনিং শোতে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'
সিনেমার পর্দায় আমার চোখ,
মন, তোমার অস্তিত্ব জুড়ে।

যখন আমার সদ্য বিয়ে

এই রিক্সা, ষষ্ঠী কত করে?
সব ঠাকুর দাখাবে কিন্তু।
অবশেষে শাড়ি পরে সদ্যপরিণীতা মিষ্টি বৌ,
রিক্সায় দু'জনা আটোসাটো,
আলোর মালা, সেরিয়ামের আলো,
বৌ-এর মুখে "আলোর আঙ্গনা"
খুশীর ঝিলিক;
চাইনিজ খেয়ে অ-নে-ক রাতে বাড়ি ফেরা।

আমি যখন পিতা

উফ্ আবার কোলে? ঐ দ্যাখো তোমার থেকেও
ছোট্ট,
কেমন হাঁটছে!
এইতো বেলুন কিনলে, আবার খ্যাল বেলুন?
আচ্ছা, গণেশ বাবার লাল ভুঁড়িটা দেখেছো?
কেমন গণেশ দাদার পায়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে,
ক'টা ঠাকুর দেখলে, গুনে রাখছো তো?
গুনে রাখো, গুনে রাখো!
বাড়ি ফিরে দাদুকে বলতে হবে না!

আমি যখন মাঝ আকাশে

পুজোর ভিড় আর ভালো লাগে না,
ভালো লাগে পুরানো বন্ধুদের সাথে,
আড্ডায় সময় কাটাতে,
শারদীয় সংখ্যা পড়তে পড়তে, বিছানায়
গা এলিয়ে আলসেমি করে ঘুমিয়ে পড়তে।

যখন জীবনসায়াহ্নে আমি

নাতনির হাত ধরে ঠাকুর দেখি—
বাড়ির কাছে পুজো প্যান্ডেলে,
ঢাকের বাদ্যি...আরতি...
ধুনোর ধোঁয়ায় আমার চোখ চিকচিক্
করে চোখভরে যায় জলে।
কাঁপা কাঁপা হাতগুলি জড়ো হয় বুকের মাঝখানে,
সজল চোখে জানতে চাই
মাগো! সামনের বছর তুমি আবার আসবে,
আমি কী তখন.........?
কথা শেষ হয় না, গলা বুজে আসে।

চুল তার, কবে কার বিদিশার নিশা

পরিচয় হল খুশি মিঞার সঙ্গে। কলকাতা থেকে প্রায় ৭২ মাইল দূরে হাওড়ার ডোমজুড়ে পার্বতীপুর গ্রামে। প্রায় ২২ বছর হলো প্রতিমার চুল তৈরি করছেন এরা। এই পার্বতীপুরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশ কয়েক ঘর। তাদের বাদ দিয়ে দুর্গাপুজোর কথা ভাবাই যায় না। শুধু দুর্গা মা নয়, তাদের সন্তান-সন্ততি, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী ঠাকুরের মাথায় আমরা তাদের তৈরি করা চুল দেখি। তাদের তৈরি করা চুল ওঠে প্রায় ২৮ থেকে ৩০ হাজার দুর্গা প্রতিমা এবং তার ছেলে-মেয়েদের মাথায়। প্রতিমা দেখে আমরা তারিফ করি, তার মূলে রয়েছেন এই ইসলাম ধর্মের মানুষরা।

প্রতিমার চুল তৈরি করতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাট দিয়ে চুল তৈরি করতে হয়। পাটের মাপানুযায়ী ভাগ করা, কাটা, রং করা, জট ছাড়ানো, রোদে একাধিকবার শুকোতে দেওয়ার পর চিরুনি দিয়ে ফিনিশ করতে হয় এই কৃত্রিম চুলকে। কৃত্রিম চুল বিক্রি করেই রশিদ আলি, খুশি মিঞার মতো প্রায় ৭০০ লোকের সংসার গুজরান করতে হয়। দুঃখের বিষয় লাভের গুড়টা মহাজনরাই পিঁপড়ের মতো খেয়ে নেন। ফলে অভাবের সঙ্গে লড়াই এদের নিত্যসঙ্গী। এরই মাঝে খুশীর দেখা মেলে পুজোর ক'টা দিন। পার্বতীপুরের আঙ্গিনাতেই মা পার্বতী রয়েছেন স্বমহিমায়।